

মুফতি রেজাউল কারীম আবরার

কুরআন সুন্নাহর আলোকে

বারো মাসের

ফরগীয
বর্জনেয়





কুরআন সূন্যাহর আলোকে
বারো মাসের করণীয় বর্জনীয়

মুফতি রেজাউল কারীম আবরার

উলুমুল হাদিস, মারকাযুদ দাওয়া আল ইসলামিয়া, ঢাকা
মুশরিক, ইফতা বিভাগ, জামেয়া মাহমুদিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

 কলমুক্তর প্রকাশনী



ষষ্ঠ মুদ্রণ : এপ্রিল ২০২৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২১
প্রকাশকাল : ১ জুলাই ২০১৭

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৫০০, US \$ 15, UK £ 10

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী

বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র

ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক

নহদী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, আভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক

বকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া

bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-8-2

Baro Maser Koronio Borjonio
by **Mufti Rezaul Karim Abrar**

Published by

Kalantor Prokashoni

+88 01711 984821

kalantorprokashoni10@gmail.com

www.facebook.com/kalantorpage

www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.



অর্পণ

মাদরাসা সাময়িক বিরতি। ছাত্ররা চলে গেছে যার যার বাড়িতে। আমি থেকে গেলাম। দারস-তাদরিসের বাস্তবতায় একাগ্রচিত্তে লেখার জন্য দীর্ঘ সময় পাওয়া যায় না। তিন দিনে অনেক কাজ করা যাবে, এ আশায় বাড়ি যাইনি। বৃহস্পতিবার ফজর পর্যন্ত কাজ করি। দিনে ঘুমানোর ফুরসত পাইনি। মাগরিবের পর ঘুম চেপে ধরলাম। কমপিউটার বন্ধ করে, বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কিছু সময়ের মধ্যে হারিয়ে যাই ঘুমের রাজ্যে।

সে দিন স্বপ্নে আব্বাকে দেখি! আমি বাড়িতে গিয়েছি। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। লেখালেখির খবর নিলেন। বারো মাসের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে তাঁকে বললাম। তিনি প্রাণভরে দুআ করলেন। কিছুক্ষণ পর মুআজ্জিনের সুমধুর সুরলহরিতে ঘুম ভেঙে গেল। উঠলাম। ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ৮টা। আমার শিয়রে শোভা পাচ্ছে আল্লামা ইবনু রজব হাশ্বলির লেখা *লাতায়িফুল মাআরিফ* ও আল্লামা আবদুল হাই লখনবির *আল-আসাবুল মারফুআ গ্রন্থ*।

শায়খুল হাদিস আল্লামা কুতবুদ্দীন জালালাবাদি রাহ.। আমার বাবা। আমি তাঁর সন্তান। আমার ধমনিতে তাঁর রক্ত বহমান। তিনি ছিলেন উসতাজুল উলামা ওয়াল মুহাদ্দিসিন। নিভৃতচারী জ্ঞানতাপস। মুহাদ্দিসুল আসর আল্লামা ইউসুফ বানুরি রাহ.-এর বিশেষ স্নেহধন্য। নিজেকে তিলে তিলে বিলিয়ে গড়েছেন স্বর্ণমানবের বিশাল কাফেলা। খ্যাতি, মোহ ও বিতর্কের উর্ধ্বে উর্ধ্বে আজীবন বিতরণ করেছেন হেরার আলো। শৈশব-কৈশোর ও যৌবন বড়দের ছায়ায় কাটিয়ে হয়েছেন বটবৃক্ষ। সে বটবৃক্ষের সংস্পর্শে থেকে গড়ে উঠেছেন সাবেক এমপি, খতিবে মিল্লাত আল্লামা আতাউর রহমান খান, মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা আবদুল্লাহ হরিপুরি, শায়খুল হাদিস আল্লামা আনোয়ার শাহ কিশোরগঞ্জী রাহ., শায়খুল হাদিস আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, শায়খুল হাদিস আল্লামা মাহমুদুল হাসান, মুনাজিরে ইসলাম আল্লামা নুরুল ইসলাম ওলিপুরি, শায়খুল হাদিস মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া রাহ., দারুল উলুম করাচির নায়িবে মুফতি আল্লামা আবদুল মান্নান প্রমুখ।

আমি যখন প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্র, আব্বা আমাদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে পরপারের যাত্রী হন। ইনতিকালের আগের রমজানে আমি বাড়িতে ছিলাম। সে রমজানে আমার

অনুদিত ও তাখরিজকৃত প্রথম গ্রন্থ তারািবির নামাজ : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনার কাজ করেছি। কিছু কাজ তাঁর পাশে বসে করেছি। তিনি দুআ করেছেন; কিন্তু সেটি প্রকাশের আগেই আঝ্জার ডাক এসে যায়।

সময় তার গতিতে চলতে থাকে। আমরা ধীরে ধীরে শোক কাটিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হই। আঝ্জার ইনতিকালের পর তিন বছরে আমার লিখিত ও অনুদিত পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশ পেল। সেগুলো প্রকাশের পর বাবা হারানোর ব্যথাটা আমাকে চিনচিনে মোচড় দেয়। আঝ্জা থাকলে কত খুশি হতেন! চোখের অশ্রুতে সিন্ত করতেন গ্রন্থের পাতা। সারা জীবন তাঁর হাতেগড়া ছাত্রদের কাগুজে সন্তান নিয়ে গর্ব করতেন। যদি নিজের ঔরসজাত ছেলের কাগুজে সন্তান দেখে যেতে পারতেন, তাহলে তাঁর খুশির মাত্রা হতো শতগুণ।

আমার জীবনে আফসোস বলতে এই এক জায়গায়। আঝ্জাজান রাহ, আমার কোনো কাগুজে সন্তান দেখে গেলেন না। আশা রাখি, তাঁর রুহ হয়তো এ সংবাদ শুনে খুশিতে বাগবাগ হয়ে উঠবে। দুআ করি, আল্লাহ আঝ্জাজানের কবরকে রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন। তাঁর দেখানো পথে আমাদের আমৃত্যু চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আবরার বিন কুতবুদ্দীন

২ আগস্ট ২০১৭





লেখক-সম্পাদক, ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ
মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভীর

দুআ

ইসলামি জীবনব্যবস্থায় খুব স্পষ্টভাবে একটি বিষয় দেখা যায়, বিশেষ ইবাদত-বন্দেগিতে যারা আগ্রহী, যারা আমল, জিকির, দুআ ইত্যাদিতে আনন্দ পান, তাদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ফজিলতপূর্ণ দিন, তারিখ, সময় ও মুহূর্ত বা তাৎপর্যময় দিবস ও রজনী নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বছরের ১২ মাসের যখনই এ দিবস-রজনী, ঝণ ও মুহূর্ত আসুক আল্লাহর নৈকট্য, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভে আগ্রহী বান্দা এসবের খোঁজ ও কদর করেন। ইমানদার নারী-পুরুষের জন্য এসব খুবই আনন্দ ও উদ্যাপনের মুহূর্ত। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এসবের স্বরূপসংস্থান একটি প্রশংসনীয় ইসলামি খিদমত। পাঠকের হাতের এ গ্রন্থ সে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সংকলিত।

এ গ্রন্থের অংশবিশেষ দেখে বুঝতে পেরেছি, যথেষ্ট পরিশ্রম করে বিশুদ্ধ উৎস থেকে লেখক এটি সংকলন করেছেন। বাংলাভাষী পাঠকের জন্য এটি খুব উপকারী সাব্যস্ত হবে বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষ করে, এর লেখক মুফতি রেজাউল কারীম আবরার একজন প্রতিশ্রুতিশীল গবেষক আলিম। ইতিমধ্যে তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। বিজ্ঞ আলিম মহলেও এসব গ্রন্থ আলোচিত হচ্ছে। আশা করি, তাঁর নতুন প্রয়াসটিও ব্যাপক সমাদৃত হবে। আমি লেখকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। তিনি নানা কারণেই আমার প্রিয়ভাজন এক প্রতিভাবান তরুণ। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘ নেক ও ফলপ্রসূ কর্মময় জীবনের অধিকারী করুন।

নিত্যশুভার্থী

উবায়দুর রহমান খান নদভীর

৭ জুলাই ২০১৭



প্রকাশকের কথা

আমাদের রাসূল ﷺ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসূল; আমরা হলাম সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাত। অন্যান্য উম্মত দীর্ঘ জীবন লাভ করত। নুহ আ. তো সাড়ে ৯০০ বছর উম্মতকে দীনের দাওয়াতই দিয়েছেন। আমরা যাতে স্বল্পসময়ে বেশি আমল করে তাঁদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারি, এ জন্য আল্লাহ আমাদের ওপর অনুগ্রহ করে বিশেষ কিছু মাস, বিশেষ কিছু দিন ও রাত উপহার দিয়েছেন। সে মাস, দিন ও রাতে আমাদের সামান্য ইবাদতের বিনিময় আল্লাহ অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন।

আমল পরিশুদ্ধ হতে প্রধান শর্ত, তা রাসূলের সুন্যাহ অনুযায়ী হওয়া। কোনো বিশেষ দিন বা রাতকে ফজিলতপূর্ণ মনে করতে হলে দেখতে হবে, সে দিন বা রাতের কোনো ফজিলত রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত কি না। কোনো দিন বা রাতে বিশেষ সালাত বা রোজা রাখতে হলেও দেখতে হবে রাসূল ﷺ থেকে সেটা প্রমাণিত কি না।

আমাদের দেশে বিভিন্ন মাসের বহু আমল প্রচলিত আছে, কুরআন-হাদিসের সঙ্গে যোগ্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। বহু বিদআতকে অনেক ভাই সাওয়ারের কাজ ভেবে আমল করে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে কিছু অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সমাজে ব্যাপক সমাদৃত। প্রয়োজন ছিল এ বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণালব্ধ কোনো গ্রন্থ রচনার। আল্লাহপাক মুফতি রেজাউল কারীম আবরার জালালাবাদিকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করবুন। তিনি প্রচুর সময় ব্যয় করে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ‘কালান্তর প্রকাশনী’র এ প্রয়াস কবুল করুন।

গ্রন্থটি অনেক দিন বাজারে ছিল না। মূলত সংস্করণের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম। কিছুটা দেরিতে হলেও আপনাদের হাতে এখন গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ। এ সংস্করণে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। দলিলের ক্ষেত্রে আগে ইমামগণের বক্তব্যগুলো বাংলার সঙ্গে সঙ্গে আরবিতেও ছিল; কিন্তু সাধারণ পাঠকের আপত্তির কারণে আরবি বাদ দিয়ে শুধু বাংলা রাখা হয়েছে। আর আমরাও চাই গ্রন্থটি ঘরে ঘরে পাঠ হোক, মসজিদের মিম্বারসমূহে শোভা পাক। যদিও সম্মানিত আলিমসমাজ ও মাদরাসার ছাত্রদের জন্য এটি উপকারী ছিল। আরবি রাখলে অবশ্য গ্রন্থটির কলেবর অনেক বেড়ে যেত, এতে মূল্যও বেড়ে যেত। অধিকাংশ হাদিসের ইবারতে আগে

হরকত ছিল না, এবার হরকত লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাষা-বানানেও বেশ কাজ করা হয়েছে। যতটুকু সম্ভব ভাষা সাবলীল করা হয়েছে, প্রচলিত বানানরীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। শিরোনাম-উপশিরোনাম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিন্যাস করা হয়েছে। যদিও উপশিরোনামের অধীনে আরও অনেক উপশিরোনাম আছে; কিন্তু সেগুলো সূচিত্তে উল্লেখ করা হয়নি। প্রতিটি আলোচনার দলিলগুলো নম্বর দিয়ে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে আলোচিত হাদিসেও ক্রমিক দিয়ে সাজানো হয়েছে। কিছু আলোচনা আগে প্রয়োজনের তাগিদে একাধিকবার এসেছিল, সেগুলো সমন্বয় করে এবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য মাঝেমাঝে কিছু বিষয় সংযোজনও করা হয়েছে। টীকা-রেফারেন্সগুলোও আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের মতো করে দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি গ্রন্থটির সেটিং অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে করা হয়েছে। আশা করি এবার হাতে নিলে পাঠক মুগ্ধ হবেন এবং পাঠ করলে আরও বেশি উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

লেখকের নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও সময় বের করে তিনি পুরো গ্রন্থে কাজ করেছেন। এরপর কালান্তরের সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য আলী আহমদ, ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালীন অনেক সময় নিয়ে বেশ পরিশ্রম করেছেন এটির পেছনে। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আবুল কালাম আজাদ

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী





সূচি

ভূমিকা # ১৫

প্রথম অধ্যায়

জুমুআর ফজিলত ও বিধান # ১৯

এক	: জুমুআ সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন	২১
দুই	: গোসল করে মসজিদে আগে আগে যাওয়া	২৩
তিন	: জুমুআর আগের ও পরের সুন্নাত	২৫
চার	: খুতবা চলাকালে দু-রাকআত তাহিয়াতুল মসজিদ পড়া যাবে	৩০
পাঁচ	: সুলহিক গাতফানির ঘটনার ব্যাখ্যা	৩৯
ছয়	: জুমুআর দিন রাসুলের ওপর বেশি বেশি দুবুদ পড়া	৪৩
সাত	: জুমুআর দিন দুআ কবুলের সময়	৪৭
আট	: জুমুআর দিন সুরা কাহাফ তিলাওয়াতের ফজিলত	৫২
নয়	: জুমুআর খুতবা কেন আরবিতে দিতে হবে	৫৩
দশ	: জুমুআর সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি	৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুহাররাম : করণীয় ও বর্জনীয় # ৬১

এক	: মুহাররামের রোজা	৬৩
দুই	: আশুরার করণীয় ও বর্জনীয়	৬৫
তিন	: আশুরার রোজার অবস্থা	৬৬
চার	: আশুরার রোজা রাখার ফজিলত	৭৪
পাঁচ	: আশুরার ফজিলত-সংক্রান্ত বানোয়াট বর্ণনা	৭৫
ছয়	: আশুরার দিন ভালো খাবার-সংক্রান্ত হাদিসের বিশ্লেষণ	৭৮
সাত	: কারবালা ও আশুরা : একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ	৮২
আট	: কারবালা : প্রতিরোধের প্রথম দৃষ্টান্ত	৯২

❖❖❖ তৃতীয় অধ্যায় ❖❖❖

সফর : করণীয় ও বর্জনীয় # ৯৯

এক	: সফর মাসকে অশুভ মনে করা	৯৯
দুই	: সফর মাস-সংক্রান্ত জাল হাদিস	১০৩
তিন	: আখেরি চাহার শোম্বা কি উদ্বাপনের বিষয়	১০৩
চার	: সফর মাসের শেষ বুধবারে বিশেষ সালাত	১০৮

❖❖❖ চতুর্থ অধ্যায় ❖❖❖

রবিউল আউয়াল : করণীয় ও বর্জনীয় # ১০৯

এক	: বিদআতের বিশ্লেষণ	১০৯
দুই	: বিদআতের সংজ্ঞা	১১০
তিন	: ইদে মিলাদুন্নবি পালনের ইতিহাস	১২৫
চার	: রাসুল ﷺ জন্ম উপলক্ষ্যে কী করতেন	১২৮
পাঁচ	: 'দাওয়াতে ইসলামি'র লিফলেট : একটি পর্যালোচনা	১৩৭
ছয়	: রাসুলের জন্মদিন কি ১২ রবিউল আউয়াল	১৪২

❖❖❖ পঞ্চম অধ্যায় ❖❖❖

রবিউস সানি : করণীয় ও বর্জনীয় # ১৪৫

এক	: প্রতিমাসে তিনটি রোজা রাখার বিধান	১৪৫
দুই	: ফাতিহায়ে ইয়াজদাহম : একটি ভুল প্রথা	১৪৭

❖❖❖ ষষ্ঠ অধ্যায় ❖❖❖

রজব : করণীয় ও বর্জনীয় # ১৫১

এক	: সম্মানিত মাসের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ	১৫১
দুই	: সম্মানিত মাসে যুস্ববিগ্নহের বিধান	১৫২
তিন	: 'আতির' তথা রজবে জবাইকৃত বিশেষ প্রাণী	১৫২
চার	: সালাতুর রাগায়িব : একটি ভিত্তিহীন আমল	১৫৪
পাঁচ	: শবে ইসতিফতা : একটি বিদআতের পর্যালোচনা	১৫৮
ছয়	: রজবের ফজিলত-সংক্রান্ত কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা	১৬১
সাত	: রজবের বিশেষ দুআ ও ফজিল-সংক্রান্ত দুটি বর্ণনা	১৬২

আট	: শবেমিরাজ : কিছু কথা	১৬৫
নয়	: শবেমিরাজের বিশেষ সালাত	১৬৭

❖❖❖ সপ্তম অধ্যায় ❖❖❖

শাবান : করণীয় ও বর্জনীয় # ১৭০

এক	: শবেবরাত : একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ	১৭০
দুই	: সহিহ হাদিসের আলোকে শবেবরাত	১৭১
তিন	: শবেবরাত-সংক্রান্ত আসার	১৮০
চার	: শবেবরাত সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য	১৮১
পাঁচ	: শবেবরাতের বিশেষ সালাত	১৮৬
ছয়	: শবেবরাতের সালাত-সংক্রান্ত কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা	১৮৬
সাত	: শবেবরাতের রোজা	১৯০
আট	: শবেবরাতে রিজিক ভাগ ও মৃত্যু-পরোয়ানা	১৯২
নয়	: শবেবরাতে কবর জিয়ারত ও বাতি জ্বালানো	১৯৪
দশ	: শাবানে বেশি বেশি নফল রোজা রাখা	১৯৪

❖❖❖ অষ্টম অধ্যায় ❖❖❖

রমজান : ১২ মাসের শ্রেষ্ঠ মাস # ১৯৬

এক	: রমজানে খুলে যায় জান্নাতের দরজা, বন্ধ করা হয় জাহান্নামের দ্বার	১৯৭
দুই	: শাবানের শেষে রাসুলের খুতবা	২০০
তিন	: রোজার প্রতিদান আল্লাহ নিজেই	২০১
চার	: যে রমজান পেয়েও গুনাহ মাফ করতে পারল না, সে হতভাগা	২০৩
পাঁচ	: রমজানের বিশেষ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য	২০৬
ছয়	: রমজান : মুক্তহস্তে দান করার মাস	২০৭
সাত	: রমজান : গুনাহ মাফের অফুরন্ত সুযোগ	২০৯
আট	: রোজা মানুষের জন্য সুপারিশ করবে	২১০
নয়	: শবেকদর : হাজার মাসের শ্রেষ্ঠ রাত	২১০
দশ	: তারাবি : রমজানের অন্যতম আমল	২১৫
এগারো	: তারাবির রাকআত	২১৭
বারো	: তারাবির টাকা : একটি পর্যালোচনা	২২৬
তেরো	: সাদাকা তুল ফিতরের বিধান	২৪০

শাওয়াল : হজের প্রথম মাস # ২৪৪

এক	: ইদগাহে হেঁটে যাওয়া ও ইদুল ফিতরে ইদগাহে যাওয়ার আগে কিছু খাওয়া	২৪৪
দুই	: ইদের দিন সাধ্যমতো ভালো কাপড় পরিধান করা	২৪৫
তিন	: কোনো ওজর না থাকলে ইদগাহে সালাত পড়া	২৪৫
চার	: ইদের দিন পরস্পরকে অভিবাদন জানানো	২৪৬
পাঁচ	: সহিহ হাদিসের আলোকে অতিরিক্ত ছয় তাকবির	২৪৭
ছয়	: শাওয়ালের ছয় রোজা এক বছর রোজা রাখার নামাস্তর	২৫০
সাত	: ইদুল ফিতরের রাত ও দিনে বিশেষ সালাত	২৫২
আট	: আমরা কেন সৌদির সঙ্গে ইদ করি না	২৫৫
নয়	: সারা বিশ্বে একই দিনে ইদ করা কি ইমাম আবু হানিফার মাজহাব	২৫৭

জিলহজ : করণীয় ও বর্জনীয় # ২৬০

এক	: জিলহজের প্রথম দশকের ফজিলত	২৬০
দুই	: আরাফার দিন : বরকতময় একটি দিন	২৬২
তিন	: তাকবিরে তাশরিক : জিলহজের অন্যতম আমল	২৭২
চার	: কুরবানির ইদ : ত্যাগের অনুপম নিদর্শন	২৭৬





বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের সৃষ্টির সেরা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। রহমতের ফন্দুখারা প্রবাহিত হোক নবিগণের সন্ন্যাস মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর; উম্মতের মুক্তির চিন্তায় যিনি সারা জীবন ছিলেন তৎপর। বিচারের কঠিন ময়দানে যখন সবাই 'নাফসি নাফসি' বলে নিজের চিন্তায় ব্যাকুল থাকবে, তিনি থাকবেন আমাদের চিন্তায় অস্থির।

পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পাঠিয়েছেন। সময়টি শেষ হলে মুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়। পৃথিবীতে বান্দা যদি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তাহলে পরকালে পুরস্কার হিসেবে জান্নাত লাভ করবে; আর সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে না পারলে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। মানুষের কাজের সুবিধার্থে আল্লাহ সময়কে দুভাগে ভাগ করেছেন। এর একটি অংশকে আমরা বলি দিন, অন্য অংশকে রাত। দিন-রাতের আবর্তে সাত দিনে এক সপ্তাহ হয়। ৩০ দিনে এক মাস। ৩৬৫ দিন বা ১২ মাসে এক বছর।

পৃথিবীতে জীবনযাপনের জন্য আল্লাহ রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মকানুন দিয়েছেন। কিছু ইবাদতের নির্দেশও দিয়েছেন। ইবাদতের মধ্যে কিছু এমন, যেগুলোর সম্পর্ক সূর্যের সঙ্গে, কিছু চাঁদের সঙ্গে। কিছু আমল আছে সর্বদা করতে হয়; যেমন, সালাত। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়া ফরজ। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে প্রতিবছর জাকাত আদায় করা ফরজ। আবার কিছু ইবাদত আছে সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট। যেমন, ফরজ রোজা রমজান মাসের সঙ্গে নির্দিষ্ট।

আমাদের রাসূল ﷺ হলেন সকল নবি ও রাসূল থেকে শ্রেষ্ঠ। ঠিক তেমনি তাঁর উম্মত পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ আমাদের অনুগ্রহ করে বিশেষ কিছু দিবস-রজনিকে সম্মানিত করেছেন, যে দিবস বা রজনীর মর্যাদা আল্লাহর কাছে অন্য দিবস-রজনী থেকে অনেক বেশি। যেমন : শবেকদর হাজার মাস থেকে উত্তম। আরাফার দিনের রোজা পূর্বাপর দুই বছরের গুনাহের (সগিরা) কাফফারা হয়ে যায়।

এ ছাড়া আল্লাহ নিজে কুরআনে ১২ মাসের ৪ মাসকে 'আশহুরুল হুরুম' তথা 'সম্মানিত মাস' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ১২ মাসের কিছু মাস এমন, যেগুলোর বিশেষ কিছু দিনে নির্দিষ্ট কিছু আমলের ফজিলত রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত। যেমন : মুহাররামের প্রথম দশক, জিলহজের প্রথম দশক, আশুরার রোজা, শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত: যে রাতকে আমরা শবেবরাত বলি ইত্যাদি। কিছু মাসের বিশেষ কিছু আমল যেভাবে সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, ঠিক তেমনি সমাজে কিছু কিছু মাসে বহু আমল প্রচলিত, যেগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট। কুরআন-হাদিসের সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। সমাজে এগুলোর প্রচলন ঘটাতে জাল করা হয়েছে অনেক হাদিস; অথচ এসব ফজিলতের সঙ্গে রাসূলের দূরতম সম্পর্ক নেই। রাসূল ﷺ থেকে যে মাস বা দিনের ফজিলত প্রমাণিত, সেটার যথাযথ কদর করা যেমন প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য, তেমনি যে মাস বা দিনের ফজিলত রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়, সে মাস বা দিনে বিশেষ আমল থেকে বেঁচে থাকাও সকল মুসলমানের জন্য অবশ্যকর্তব্য।

আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মকসুদুল মুমিনীন, বারো চান্দ্রের ফজিলতসহ কিছু অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেগুলোতে ১২ মাসের এমন অনেক মনগড়া আমল উল্লেখ করা হয়েছে, কুরআন-হাদিসের সঙ্গে যেগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। বহু মনগড়া আমল দীর্ঘদিন থেকে আমাদের দেশে লোকজন করে আসছে। আমাদের ছোটবেলায় দেখতাম, শবেবরাতে গ্রামের অধিকাংশ ঘরে শিরনি, হালুয়া, রুটি ইত্যাদি বানানো হতো; অথচ শবেবরাতে শিরনি বানানোর কথা সহিহ হাদিসে থাকা দূরের কথা, কোনো দুর্বল হাদিসেও নেই।

আরবিভাষায় এ সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ আছে। আব্বাসী আশরাফ আলি খানবি রাহ. উর্দুতেও এ বিষয়ে লিখেছেন। নিজের হাজার দুর্বলতা ও জ্ঞানস্বল্পতা সত্ত্বেও এ বিষয়ে লেখার প্রয়াস পেয়েছি। প্রিয় উসতাজ মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী এ বিষয়ে লিখতে আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর ছায়া আমাদের ওপর দীর্ঘ করুন। ইলমে অপরিপক্ব হওয়ায় ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। কারও চোখে ধরা পড়লে আমাদের জানালে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।